বিশ্বের প্রধান ধর্মসমূহ

ড. আবু বকর মো: জাকারিয়া মজুমদার
ড. মো: আবদুল কাদের

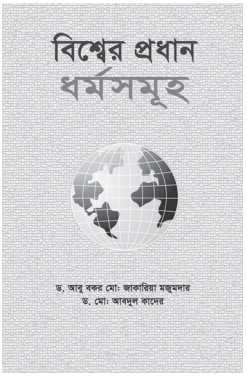

সম্পাদনা
প্রফেসর ড. কাজী নূরুল ইসলাম
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, তুলনামুলক ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

APL
Academia Publishing House Ltd.

Academia Publishing House Ltd.

বিশ্বের প্রধান ধর্মসমূহ
ড. আবু বকর মো: জাকারিয়া মজুমদার ■ ড. মো: আবদুল কাদের

গ্রন্থস্বত্ব © এপিএল ২০২১
ISBN 978-984-35-0384-8

একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল), কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
২৫৩/২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড, কাটাবন, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

প্রকাশকাল: চৈত্র ১৪২৭, শাবান ১৪৪২, এপ্রিল ২০২১

মূল্য: টাকা ৫০০.০০

Published by Academia Publishing House Limited (APL)
Concord Emporium Shopping Complex
253/254, Elephant Road, Kataban, Dhaka- 1205, Bangladesh

Contacts
Cell: (+88) 0183 296 9 280, +88 02 01766 073 321
E-mail: aplbooks2017@gmail.com

প্রকাশকের কথা

মানবজাতির জীবনধারায় সবচেয়ে পুরনো ও অনিবার্য বিষয় হলো ধর্ম। প্রাগৈতিহাসিক, ঐতিহাসিক, প্রাচীন বা আধুনিক জীবনে কোনো না কোনোভাবে ধর্মের উপস্থিতি লক্ষ্যনীয়। অতি প্রাচীনকাল থেকে সামাজিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়ে আসছে কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী ধর্মকে পার্থিব জগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই বিশ্বের প্রতিটি ধর্ম সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক।

ধর্মগুলোর পারস্পরিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও উৎপত্তির ক্রমবিকাশসহ আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বর্তমানে সর্বত্রই তুলনামূলক ধর্মের আলোচনা চলছে। পশ্চিমা বিশ্ব (বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি) ছাড়াও আরব বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোথাও এটি স্বতন্ত্র বিভাগ, আবার কোথাও গুরুত্বপূর্ণ কোর্স হিসেবে এটির পাঠদান অব্যাহত আছে। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোতেও এ বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে পড়ানো হচ্ছে। বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ইসলামি শিক্ষা ও দর্শন বিভাগেও এ সংক্রান্ত স্বতন্ত্র দু'টি কোর্স রয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামি শিক্ষা অনুষদে এ বিষয়টি স্বতন্ত্র এক বা একাধিক কোর্স হিসেবে পাঠ্য করা হয়েছে। অনুরূপভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ও দর্শন বিভাগে এ বিষয়টি ১০০ নম্বরের পূর্ণাঙ্গ কোর্স হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও এ বিষয় পঠন-পাঠনে সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

বিশ্বের অধিকাংশ ভাষায় তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে বহু গ্রন্থ ও পুস্তক রচনা হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু বাংলা ভাষয় এ সংক্রান্ত মৌলিক ও সহায়ক গ্রন্থের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। তাই বাংলাভাষী ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক ও ধর্মানুরাগী পাঠকবৃন্দের জন্য বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে সহজ ও সাবলীল ভাষায় তথ্য-উপাত্তসহ গ্রন্থটি রচনার জন্য লেখকদ্বয়কে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। একই সাথে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি কয়েকবার পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও সম্পাদনা করে দেয়ার জন্য এ বিষয়ের খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী নূরুল ইসলাম স্যারের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আশা করি সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং জ্ঞানপিপাসুদের জন্য বইটি উত্তম খোরাক হবে।

ড. এম আবদুল আজিজ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড

লেখকের কথা

সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতুর সাথে 'মন' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ধর্ম শব্দটির উৎপত্তি। এ হিসেবে মানুষ যা ধারণ করে তাই ধর্ম। সাধারণত অতিপ্রাকৃত কোনো সত্তায় বিশ্বাস বোঝানোর জন্যই তা ব্যবহৃত হয়। যদিও বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রে তা অনেকাংশেই যথার্থ নয়। আরবি ভাষায় এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'দীন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যা ধর্ম শব্দের চেয়েও ব্যাপকার্থবোধক। আরবরা 'দীন' বলতে সার্বিকভাবে যা বিশ্বাস ও পালন করতে হয়, তাই বুঝে। পাশ্চাত্য জগতে এর সমার্থক শব্দ হিসেবে 'রিলিজিয়ন' শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়, যা ল্যাটিন *Religio* শব্দ থেকে গৃহীত।

মানবজাতির জীবন ধারায় সবচেয়ে পুরনো ও অনিবার্য বিষয় হলো ধর্ম। প্রাগৈতিহাসিক, ঐতিহাসিক, প্রাচীন বা আধুনিক জীবনে কোনো না কোনোভাবে ধর্মের উপস্থিতি লক্ষ্যনীয়। অদ্যাবধি আবিষ্কৃত সকল সমাজেই কোনো না কোনো ধর্মীয় ধারণা বা অতিপ্রাকৃত শক্তি কল্পনার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। আদিবাসী ও অশিক্ষিত সমাজগুলোতেও ধর্ম তাদের কর্মতৎপরতার বৈশিষ্ট্যবহ এক সর্বাত্মক প্রভাবক শক্তি। তাই অন্তত সমাজের একজন সাধারণ অনুশীলনকারীর পক্ষে সামাজিক ক্ষেত্রে হলেও অগ্রগণ্য বিষয় হিসেবে ধর্মকে অবজ্ঞা করা সম্ভব নয়। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী তাই ধর্মকে পার্থিব জগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। অতি প্রাচীনকাল থেকে সামাজিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়ে আসছে।

ধর্মের উৎপত্তি বা উদ্ভব কিভাবে হলো- এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ থাকলেও ধর্ম যে সব মানুষেরই মনের আহ্বান সেটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। যেমনিভাবে তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এখন পর্যন্ত ধর্মের উৎস ও উৎপত্তি বিষয়ে ধর্মতত্ত্ববিদ, দার্শনিক, নৃ-তত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলশ্রুতিতে ধর্মের উৎস ও উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন রকমের পরস্পরবিরোধী বা বৈসাদৃশ্যমূলক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল মতবাদের মধ্যে ঈশ্বর প্রত্যাদেশবাদ, অতিবর্তীঈশ্বরবাদ, নৃতাত্ত্বিক ও

মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ উল্লেখযোগ্য। যাইহোক ধর্মের উৎপত্তির সমস্যাটি একটি স্বতন্ত্র বিষয় যার- সাথে ধর্মের সংজ্ঞা, প্রয়োজনীয়তা, মূল্যায়ন সংক্রান্ত ইস্যুগুলোর তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। দীনের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতভেদের সাথে সাথে গবেষকগণ দীনের প্রকারভেদ নির্ণয়েও মতভেদ করেছেন।

আল-কুরআনে তালাকে দীন মূলত ছয় প্রকার। আল্লাহ বলেন,

> "নিশ্চয়ই যারা ইমান এনেছে এবং যারা ইহুদি হয়েছে, যারা সাবিয়ী, নাসারা ও অগ্নিপূজক এবং যারা শির্ক করেছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন। অবশ্যই আল্লাহ্ সব কিছুর সম্যক প্রত্যক্ষকারী।" [সুরা আল-হজ: ১৭]

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের জন্য এ আয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। এ আয়াতে মোট ছয়টি ধর্মনীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা যদি পৃথিবীর ধর্মসমূহের মূলের দিকে দৃষ্টিপাত করি তবে তাদের এ ছয়টি মৌলিক ধর্মমতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ দেখতে পাব।

বর্তমানে ইসলাম ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য ধর্মসমূহ হলো- ইহুদি, সাবেয়ী, খ্রিষ্ট, এবং অগ্নি উপাসক। এদের অনেকেই নিজেদের আসমানি কিতাব ও কোনো কোনো নবির অনুসারী হওয়ার দাবি করে থাকে। এ পাঁচটি ধর্মমতের বাইরে যারা আছে, তারা এত পথ ও মতে বিভক্ত যে, তাদের মৌলিকভাবে কোনো একটি পরিচয়ে আনতে হলে হলে এটিই বলতে হবে যে, এরা মুশরিক বা পৌত্তলিক। তাই আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচটি প্রধান ধর্মমতের কথা উল্লেখ করে বাকিদের একক পরিচয় এভাবে দিলেন যে, 'আর যারা শির্ক করেছে'। এতে করে পৃথিবীর যাবতীয় মুশরিক যথা- হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সবই মুশরিক হিসেবে আলোচ্য আয়াতাংশের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, আমরা ধর্মগুলোকে মৌলিকভাবে ছয় ভাগে ভাগ করতে পারি। শেষোক্ত ষষ্ঠ প্রকার বা পৌত্তলিক ধর্মগুলোর কোনো সীমা-পরিসীমা নেই বিধায় সেটাকে ব্যাপক ও আঞ্চলিক-এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম অধ্যায়ে দীন-এর বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরে এবং দীন, ধর্ম ও রিলিজিয়নের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিত, হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলিম গবেষকদের মতামত উল্লেখ করা হয়েছ। এছাড়াও দীনের প্রকারভেদ, দীন

সম্পর্কে আল-কুরআনের বর্ণনা, দীনের উৎসের সঠিক তথ্য-উপাত্ত, মানবজীবনে দীনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বর্ণনা রয়েছে।

দ্বিতীয়অধ্যায়ে ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ক দার্শনিক, নৃ-বিজ্ঞানী ও মুসলিম মনীষীদের বক্তব্য ও তত্ত্ব তুলে ধরেছি। তৃতীয় অধ্যায়ে বিশ্বের প্রধান ধর্মসমূহ যেমন- ইসলাম, ইহুদি, খ্রিষ্ট, সাবেয়ী, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মসমূহের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস, ধর্মসমূহের আকীদা-বিশ্বাস, ধর্মগ্রন্থ, প্রসার প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে তুলনামূলক ধর্মের সংজ্ঞা, তুলনামূলক ধর্ম বলতে কি বোঝায়, তুলনামূলক ধর্মের গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি, আল-কুরআন ও সুন্নাহ'য় বিভিন্ন ধর্ম সংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণসহ তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব চর্চার উৎপত্তি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। এবং পঞ্চম অধ্যায়ে বিশ্বের প্রধান ধর্মসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে, যাদের জন্য এ বইটি লেখা হলো, তারা উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আমরা আমাদের সাধ্যমতো গ্রন্থখানিকে যথাযথ ও ত্রুটিমুক্ত করতে চেষ্টা করেছি। তারপরও ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। কেউ এ ব্যাপারে আমাদের জানালে আমরা তা সাদরে গ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ্।

জুলাই ২০২০
ঢাকা

বিনীত
ড. আবু বকর মো: জাকারিয়া মজুমদার
ড. মো: আবদুল কাদের

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

দীন বা ধর্মের পরিচয় ১৫

১.১. দীন, ধর্ম ও রিলিজিয়নের সংজ্ঞা ১৫

১.১.১. দীনের পরিচয় ১৫

১.১.২. ধর্ম ও রিলিজিয়নের পরিচয় ৩০

১.১.৩. দীন, ধর্ম ও রিলিজিয়নের পার্থক্য ৩৪

১.২. দীন বা ধর্মের প্রকারভেদ ৩৬

১.৩. দীন বা ধর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ৩৯

১.৪. ধর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ ৪৪

১.৫. ধর্মের উপাদানসমূহ ৪৬

১.৬. ধর্মের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ ৫০

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তত্ত্ব ৬৩

২.১. বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ৬৪

২.১.১. টাইলর-এর মতবাদ ৬৫

২.১.২. মেরিট-এর মতবাদ ৭২

২.১.৩. ডুর্খিম-এর মতবাদ ৭৭

২.১.৪. ম্যাক্স ওয়েবার-এর মতবাদ ৮৫

২.১.৫. ফ্রেজার-এর মতবাদ ৮৮

২.১.৬. কার্ল মার্কস-এর মতবাদ ৯৪

২.১.৭. হার্বার্ড স্পেন্সার-এর মতবাদ ১০১

২.১.৮. স্পিনোজা-এর মতবাদ ১০৩

২.২. চারিত্রিক মতবাদ (কান্ট-এর মতবাদ) ১০৭

২.৩. সামাজিক মতবাদ ২০৮

ক. ফ্রয়েড-এর মতবাদ ২০৮
খ. ম্যাক মিলান-এর মতবাদ ১১০
২.৪. রাজনৈতিক মতবাদ ১১২
২.৫. মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ (সাবাতির মতবাদ) ১১৩
২.৬. ধর্মবিশ্বাসীদের মতবাদ (ইসলাম, ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসীদের মত) ১১৪

তৃতীয় অধ্যায়
বিশ্বের ধর্মসমূহের উৎপত্তি ও বিকাশ ১২৫
৩.১. ইসলাম ১২৫
৩.১.১. উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ১২৫
৩.১.২. ইসলামের বৈশিষ্ট্যসমূহ ১২৬
৩.১.৩. ইসলামের বিশ্বাসগত দিকসমূহ (ইমান) ১২৮
৩.১.৩.১.আল্লাহর ওপর ইমান ১২৯
৩.১.৩.২. ফিরিশতাদের ওপর ইমান ১৩১
৩.১.৩.৩. রসুলগণের ওপর ইমান ১৩২
৩.১.৩.৪. ঐশী গ্রন্থসমূহের ওপর ইমান ১৩৩
৩.১.৩.৫. আখেরাতের ওপর ইমান ১৩৬
৩.১.৩.৬. তাকদীরের ওপর ইমান ১৪৫
৩.১.৪. ইসলামের কার্যগত দিকসমূহ (ইসলাম) ১৪৭
৩.১.৪.১.শাহাদাত বা সাক্ষ্যপ্রদান ১৪৭
৩.১.৪.২. সালাত ১৪৮
৩.১.৪.৩. জাকাত ১৫৩
৩.১.৪.৪. সাওম সাধন ১৬০
৩.১.৪.৫. হজ ১৬৪
৩.১.৫. ইসলামের আধ্যাত্মিক দিক (ইহ্সান) ১৭০
৩.২. ইহুদি ১৭৪
৩.২.১. ইহুদি ধর্মের পরিচয় ১৭৪
৩.২.২. প্রতিষ্ঠাতা ও উৎপত্তির ইতিহাস ১৭৬

৩.২.৩. ধর্মগ্রন্থসমূহ ১৭৭
৩.২.৪ ধর্মবিশ্বাস, বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি ১৭৯
৩.২.৫. প্রসার ১৮১
৩.৩. খ্রিষ্টধর্ম ১৮২
৩.৩.১. খ্রিষ্টধর্মের পরিচয় ১৮২
৩.৩.২. প্রতিষ্ঠাতা ও উৎপত্তির ইতিহাস ১৮৫
৩.৩.৩. ধর্মগ্রন্থসমূহ ও পবিত্র সূত্রসমূহ ১৯৬
৩.৩.৪ ধর্মবিশ্বাস, বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি ১৯৮
৩.৩.৫. ধর্মীয় বিধান ২০৫
৩.৩.৬. সম্প্রদায় ২০৭
৩.৩.৭. প্রসার ২১০
৩.৪. সাবেয়ী ধর্ম ২১১
৩.৪.১. সাবেয়ী ধর্মের পরিচয় ২১১
৩.৪.২. প্রতিষ্ঠাতা ও উৎপত্তির ইতিহাস ২১২
৩.৪.৩. ধর্মগ্রন্থসমূহ ২১৩
৩.৪.৪. আকীদা-বিশ্বাস বা বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি ২১৪
৩.৪.৫. প্রসার ২১৫
৩.৫. জরথ্রুস্টবাদ ২১৫
৩.৫.১. মাজুস বা জরথ্রুস্ট ধর্মের পরিচয় ২১৫
৩.৫.২. প্রতিষ্ঠাতা ও উৎপত্তির ইতিহাস ২১৫
৩.৫.৩. ধর্মগ্রন্থসমূহ ২২০
৩.৫.৪. ধর্মবিশ্বাস, বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি ২২২
৩.৫.৫. প্রসার ২২৪
৩.৬. পৌত্তলিক ধর্মসমূহ ২২৫
৩.৬.১. ব্যাপকভাবে প্রসারিত ধর্মসমূহ ২২৫
৩.৬.১. ক. হিন্দু ধর্ম ২২৫
ক. ১. হিন্দু ধর্মের পরিচয় ২২৫
ক. ২. উৎপত্তির ইতিহাস ২২৭

ক. ৩. ধর্মগ্রন্থসমূহ	২২৮
ক. ৪. ধর্মবিশ্বাস, বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি	২৩৬
ক. ৪.১. ঈশ্বরের স্বরূপ	২৩৬
ক. ৪.২. কর্মবাদ	২৩৭
ক. ৪.৩. জন্মান্তরবাদ	২৩৯
ক. ৪.৪. বর্ণাশ্রম	২৪১
ক. ৪.৫. মোক্ষ	২৪৩
ক. ৫. উপদলসমূহ	২৪৫
ক. ৬. প্রসার	২৪৬
৩.৬.১.খ. বৌদ্ধ ধর্ম	**২৪৬**
খ. ১. বৌদ্ধ ধর্মের পরিচিতি	২৪৬
খ. ২. প্রতিষ্ঠাতা ও উৎপত্তির ইতিহাস	২৪৭
খ. ৩. ধর্মগ্রন্থসমূহ	২৪৯
খ. ৪. ধর্মবিশ্বাস, বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি	২৫১
খ. ৪.১. চতুরার্য সত্য	২৫১
খ. ৪.২. প্রতীত্যসমুৎপাদ	২৬৩
খ. ৪.৩. অনিত্যবাদ	২৬৪
খ. ৪.৪. অনাত্মবাদ	২৬৪
খ. ৪.৫. কর্মবাদ	২৬৫
খ. ৪.৬. জন্মান্তরবাদ	২৬৮
খ. ৪.৭. ঈশ্বর প্রসঙ্গ	২৭০
খ.৪.৮. নির্বাণতত্ত্ব	২৭৪
খ. ৫. বৌদ্ধ ধর্মীয় উপদলসমূহ	২৭৮
খ. ৬. প্রসার	২৮৫
৩.৬.২. আঞ্চলিক ধর্মসমূহ	২৮৫
৩.৬.২. ক. জৈন	২৮৫
ক. ১.পরিচিতি	২৮৫
ক. ২. প্রতিষ্ঠাতা ও উৎপত্তি	২৮৬
ক. ৩. ধর্মগ্রন্থসমূহ	২৮৮

ক. ৪. ধর্মবিশ্বাস, বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি ২৮৮
ক. ৫. প্রসার ২৯০
৩.৬.২. খ. কনফুসীয়বাদ ২৯১
খ. ১. পরিচিতি ২৯১
খ. ২. প্রতিষ্ঠাতা ও উৎপত্তির ইতিহাস ২৯১
খ. ৩. ধর্মগ্রন্থসমূহ ২৯২
খ. ৪. অধর্মবিশ্বাস, বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি ২৯৩
খ. ৫. প্রসার ২৯৫
৩.৬.২. গ. তাওবাদ ২৯৫
গ. ১. পরিচিতি ২৯৫
গ. ২. প্রতিষ্ঠাতা ও উৎপত্তির ইতিহাস ২৯৬
গ. ৩. ধর্মগ্রন্থ ২৯৭
গ. ৪. ধর্মবিশ্বাস, বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি ২৯৭
গ. ৫. প্রসার ২৯৮
৩.৬.২. ঘ. শিন্তো ২৯৮
ঘ. ১. শিন্তো ধর্মের পরিচিতি ২৯৮
ঘ. ২. প্রতিষ্ঠাতা ও উৎপত্তির ইতিহাস ২৯৯
ঘ. ৩. ধর্মগ্রন্থ ২৯৯
ঘ. ৪. ধর্মবিশ্বাস বা বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি ২৯৯
৩.৬.২. ঙ. শিখ ৩০০
ঙ. ১. শিখধর্মের পরিচিতি ৩০০
ঙ. ২. প্রতিষ্ঠাতা ও উৎপত্তির ইতিহাস ৩০০
ঙ. ৩. ধর্মগ্রন্থ ৩০১
ঙ. ৪. ধর্মবিশ্বাস, বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি ৩০২
ঙ. ৫. প্রসার ৩০৪

চতুর্থ অধ্যায়

তুলনামূলক ধর্ম ৩০৫

৪.১. ধর্মতত্ত্ব ও তুলনামূলক ধর্মের পরিচিতি ৩০৫

৪.২. তুলনামূলক ধর্ম কি সম্ভব? ৩০৯

৪.৩. তুলনামূলক ধর্মের উৎপত্তি ৩১৩

৪.৪. আল-কুরআন ও সুন্নাহ'য় তুলনামূলক ধর্ম ৩২৪

৪.৫. তুলনামূলক ধর্ম চর্চার লক্ষ্য, উদ্দেশ ও উপকারিতা ৩৬৩

৪.৬. তুলনামূলক ধর্ম চর্চার প্রয়োজনীয়তা ৩৭৬

৪.৭. তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের পদ্ধতি সংক্রান্ত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ৩৮২

৪.৮. তুলনামূলক ধর্মচর্চার সঠিক নীতিমালা ৩৯২

পঞ্চম অধ্যায়

বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা ৩৯৯

৫.১. ইহুদি ও ইসলাম ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা ৩৯৯

৫.২. খ্রিষ্ট ও ইসলাম ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা ৪০৪

৫.৩. ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের তুলনামূলক আলোচনা ৪১০

৫.৪. হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা ৪১৫

৫.৫. একেশ্বরবাদী ধর্ম ও বহু শ্বরবাদী ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা ৪১৮

উপসংহার ৪২১

গ্রন্থপঞ্জি ৪২৩